সাঈদ নূরসীর

বাস্তবিক মর্ম বাণী সমূহ

১। যিনি মশার শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে ও ঐ সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন।

২। মানুষ সৃষ্টিগত সম্মানী হওয়ার ধরুন, সত্যকে অন্বেষন করে। কখনও অন্যায় হাতে পৌছায়, বাতিলকে সত্য মনে করে বক্ষে গোপন করে রাখে, যখন হাকিকাতকে খুড়ে তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে ভূল পথে নিমজ্জিত হয় ফলে সত্য মনে করে বাতিলকে তার চিন্তাদেহে পরিধান করে।

৩। প্রতিদানের উপর ফেরাকারী রাজনীতি একটি জানুয়ার।

৪। সময় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জান্নাত এত সস্তা নহে, জাহান্নাম ও অপ্রয়োজনীয় নহে।

৫। উত্তম দর্শনকারী উত্তমভাবে চিন্তা করে, আর উত্তম চিন্তাকারী জীবন থেকে স্বাদ উপভোগ করে।

৬। মানব জাতীকে প্রান্তবন্তকারী হল তার কৃতকর্ম আর মৃত্যুবরণকারী হল তার হতাশা।

৭। কৃত্রিমতা যদি জ্ঞানের হাত থেকে বের হয়ে মূর্খের হাতে পৌছায় তখন তা বাস্তবতায় রুপ ধারণ করে অমৌলিক ব্যাপারের দরজা খুলে।

৮। আত্মগরিমা মানুষের মাল না হলেও মানুষকেই মাল বানিয়ে ফেলে।

৯। হাদিস হল জীবনের মূল ধাতু ও বাস্তবতার মূল উপকরণ।

১০। ধর্মের সজিবতা জাতির প্রাণবন্ততার নাম একি সাথে ধর্মীয় জীবন হল জীবনের আলো স্বরুপ।

১১। দুশমনের দুশমনী; যদি দুশমনীতে চলে এটা তার বন্ধু কিন্তু দুশমনীতা ছেড়ে দিয়ে বন্ধু হলে এটা তার শত্রু।

১২। যামানা যতই বয়োজ্যেষ্ট হচ্ছে কোরআন ততই যৌবনে পা রাখছে, সে তার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করছে। আলোকে আগুন মনে হওয়ার ন্যায় কখনও সাহিত্যের জটিলতাও অতিরঞ্জনের আবহাওয়া দেখায়।

১৩। সমস্যাবলীঃ যা পাপকর্মের শিক্ষক স্বরুপ, নিরাশ যা চিন্তা শক্তির ভ্রষ্টতার; অন্তরের অন্ধকারচ্ছন্নতা রুহের সমস্যাবলীর কেন্দ্রীয় ক্যেবল স্বরুপ।

১৪। সবচেয়ে বদ বখত, সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ ও বিপদমূখী ব্যক্তি হল যে কাজ করে না, যদিও অলসতা ব্যক্তির স্বীয় স্বরুপ, অপর দিকে কর্মব্যস্থ প্রচেষ্টাকারী দেহের জীবন এবং এই জীবনের পূর্ণ সচেতনতা স্বরুপ।

১৫। ধৈর্যের প্রতিধান ঐক্যতা। অলসতার শাস্তি পাপে পূর্ণতা। প্রচেষ্টার ফল সার্বিক ধনাঢ্যতা। চলমান সিদ্ধান্ত চেতার প্রতিধান হল বিজয় স্বরুপ।

১৬। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দেখা সাক্ষাৎ করুন, আল্লাহর জন্যে ব্যস্থ থাকুন "আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর তরে, আল্লাহর কারণে" সন্তুষ্টির দফতরে জীবন চালিয়ে যান। ঐ সময় আপনার সমগ্র জীবনের প্রতিটি মিনিট এক বছরের ছোয়াব সমমানে লিখিত হবে।

১৭। তামাম কায়েনাতের সুলতান হলেন একজন, সবকিছুর চাবিকাটি তারই কাছে রয়েছে, সবকিছুর লাগাম তারই হাতে, সবকিছুই তার আদেশ বার্তায় সমাদিত হয় যদি তুমি তাহাকে পেয়ে যাও তাহলে সকল চাহিদা কামনা পেয়ে গেলে, সীমাহীন হাতপাতা ও ভয়ভীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিলে।

১৮। মালের মালিক কারণ প্রসূতবশত মালিক হওয়ার যে ধারণা করছে, আসলে মূলত আসল মালিকতো ঐ মাধ্যমতা কারণ সমূহের বিপরীত দিকে সবকিছু প্রত্যক্ষকারী চিরঞ্জীব শক্তিধর আল্লাহ কে কেহ নহে।

১৯। মহান স্রষ্টা সীমাহীন তার ক্ষমতা ও অসীম রহমতকে প্রদর্শন করার জন্যে মানুষের মধ্যে অসংখ্য অক্ষমতা সংখ্যাহীন অভাবকে ত্বরান্বিত করে রেখেছেন।

২০। অস্থায়ী সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব যেহেতু স্থায়ী নহে যতই তার জীবন লম্বা হোক না কেন ঘুরে দিয়ে সীমীত সংক্ষিপ্ত জীবনের হুকুমের আওতায়ই থাকবে। তার একটি বছর একটি সেকেন্ডের ন্যায় গমনীয়, হৃদয় আকৃতি পূর্ণ একটি কল্পনা এবং দুঃখ বিশেষ একটি স্বপ্ন অন্য কিছু নহে।

২১। এই দুনিয়ার ঘরটি হল একটি পরিক্ষাক্ষেত্র এবং খেদমতের পাত্র; এখানে মজা করা ও মূল্য পাওয়া বা প্রতিধান চাওয়ার জায়গা নহে।

২২। প্রকৃতি হল একটি এলাহীর শিল্পকর্ম, শিল্পী বা কারিগর হতে পারে না একটি রাব্বানী কিতাব স্বরুপ, লেখক হতে পারে না একটি নকশা স্বরুপ নকশাকারী হতে পারে না একটি খাতা স্বরুপ কখনও খাতার মালিক হতে পারে না, ইহা একটি কানুন স্বরুপ কখনও ক্ষমতাবান হতে পারে না।

২৩। কোরআন হল একজন হাফিজ যে কুদরতের কলম দ্বারা মহাবিশ্বের পৃষ্টা সমূহের মধ্যে লিখিত আয়াত সমূহকে পড়ে যায়।

২৪। এটা কি সম্ভব যে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে সৃষ্টিকারী মহা প্রকৌশলী আল্লাহ আসমান ও জমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হওয়া এবং সৃষ্টিকুলের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ ফল সূলভ হওয়া এই মানবজাতীকে অনর্থক ছেড়ে দিবেন, তিনি মাধ্যম সমূহ ও অনাকাংখিত ব্যাপার সমূহের হাতে মানুষকে তুলে দিবেন, বিশাল হিকমতের সাগরকে অহেতুকতার জ্বলে উল্টিয়ে দিবেন? কখনও নহে!

২৫। হে মানুষ! যদি তুমি রিপু ও শয়তানের কথায় জীবন চালাও তাহলে আসফালে সাফিলিনে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যদি তুমি কোরআনের ও হক্বের কথায় চলো তাহলে আ'লায়ে ইল্লিয়িনে উজ্জীবিত হবে। ফলে বিশাল এই কায়েনাতের মহাসুন্দর কেলেন্ডারে রুপান্তরিত হবে।

২৬। যে আল্লাহকে চিনতে পারে নাই তার তামাম দুনিয়া ব্যাপি বালা মুসিবত বিদ্যমান। আর যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে তার দুনিয়া আলোতে নূরানী ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর। স্থরভেদে ঈমানের শক্তি দ্বারা স্বাদবান হয়।

২৭। অবশ্যই যদি এই কায়েনাত থেকে রিছালাতে মুহাম্মদ (স:) এর নূর বের হয়ে যায় চলে যায় তাহলে এই কায়েনাত মৃত্যুবরণ করবে.....আর যদি কোরআন চলে যায় কায়েনাত পাগল হয়ে যাবে, এবং পৃথিবী স্বীয় দেমাগ বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলবে, বরং চেতনহীন থাকা কোন অস্তিত্বের ব্যক্তিকে কোন দ্রুতগামী গাড়ী আঘাত হানবে তখন কেয়ামত হয়ে যাবে।

২৮। জীবনের স্বাদকে এবং জৌলুসকে যদি পেতে চাও তাহলে আপন জীবনকে ঈমানের দ্বারা জীবনযাপন করো এবং ফরজ সমূহ দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করো এবং গুনাহ থেকে অতি দূরত্ব বজায় রেখে এই জীবনকে হেফাজত করো।

২৯। হাকিকি সুঃখ ও যন্ত্রণাহীন আনন্দ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতাহীন পরম মনোভাব এবং জীবনের চির শান্তিময়তা কেবল মাত্র ঈমানের মধ্যেই বিদ্যমান এবং ঈমানের মৌলিকত্ব এই দফতরেই পাওয়া যায়।

৩০। ঈমান যেমনটি নূর তেমনি শক্তি ও হাঁ হাকিকি ঈমানকে অর্জনকারী ব্যক্তি তামাম সৃষ্টিকুলে সৌর্যবীর্জের সাথে অধিকারী হয়।

৩১। ঈমান মানুষকে মানুষ বানায় বরং ঈমান মানুষকে বাদশাহ বানায়।

৩২। দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান ও খেদমতের স্থান। আনন্দ, পারিশ্রমিক ও পুরুস্কারের জায়গা নয়।

৩৩। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেমন নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিযোগ মুসিবতকে বৃদ্ধি করে। একই সাথে তাকে দয়ার অযোগ্য করে।

৩৪। ভ্রাত্তিত্ব বন্ধুত্ব, শক্তি সামর্থ হল হক্ব ও ইখলাসের মধ্যে আর এই শান্তির মাধ্যম এখলাস অর্জন হয় মৃত্যুর স্বরণের মাধ্যমে।

৩৫। মন্দকে সৃষ্টি করা মন্দ নয় মন্দের অর্জন করা মন্দ।

৩৬। একটি দালান তৈরী করতে ১০০ জন লোকের ১০০ দিন লাগে কিন্তু তা ধ্বংস করতে একজন লোকের একটি মেছের কাটিই যথেষ্ট।

৩৭। দুইজন শক্তিশালী যোদ্ধা যদি একে অপরের সাথে ঝগড়ায় ব্যস্থ থাকে তাহলে জানা কথা একটি ছোট শিশুও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম।

৩৮। দাঁড়িপাল্লার দু দিকে যদি দুটি পাহাড় রাখা হয় তাহলে উভয়ের সাথে খেলা করার ক্ষমতা একটি ছোট পাথরের ও আছে।

৩৯। তোমার বলার অধিকার আছে যে আমার, মাসলাক হল হক্বের উপর অথবা আরও সৌন্দর্যের পথ কিন্তু তোমার বলার অধিকার নাই যে কেবল মাত্র হক্ব হল আমার মাসলাক।

৪০। তোমার সকল বলা যেন সত্য হয় কিন্তু সকল সত্যকে বলা তোমার অধিকার নেই। সকল কথা সত্য হওয়া আবশ্যকীয় কিন্তু সকল সত্যকে বলে যাওয়া অর্থাৎ সঠিক নহে।

৪১। কাউকে যদি সব সময় বলা হয় তুমি ভালো তুমি ভালো, তাহলে ভালো হতেপারে আবার কাউকে যদি বলা হয় তুমি খারাপ তুমি খারাপ তাহলে সে আরো নিচে পতিত হয় খারাপ হয়।

৪২। লোভ হল বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্র, নির্ভরতা ও অল্পতুষ্টি হল রহমতের অস্ত্র।

৪৩। গীবত হল শত্রুতাকারীদের, প্রতিহিংসাকারীদের একমুখীদের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত নিকৃষ্ট অস্ত্র। একজন সম্মানিত লোক সে কখনও এই নিকৃষ্ট অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না।

৪৪। কুরআন ও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই মহামূল্যমান বাহিক্যভাবে যতই ছোট দেখা যায় না কেন মূল্যায়নে তা অনেক অনেক বড়। অবশ্যই চিরস্থায়ী সুখের পথে সাহায্যকারী কখনও ছোট নহে।

৪৫। মুসিবতের সময় দীর্ঘ হয়। আল্লাহ মানবকে যে ধের্য্য নামক ক্ষমতা দান করেছেন। অমূলক পথে ব্যায় না করলে তা সকল মুসিবতে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট।

৪৬। মুসিবত বড় করে দেখলে বড় হতে থাকে ছোট করে দেখলে ছোট হতে থাকে যেমন রাতের অন্ধকারে কিছুর ছায়া দেখলে গুরুত্ব দিলে বড় হতে থাকে না দিলে হারিয়ে যায়।

৪৭। ঈমান হল জান্নাতের আধ্যাত্মিক তু'বা বৃক্ষের বীজকে বহনকারী, আর কুফুর হল জাহান্নামের আধ্যাত্মিক জাক্কুম বৃক্ষকে গোপনে বহন করে। অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা শুধুমাত্র ইসলামের ও ঈমানের মধ্যে বিদ্যমান।

৪৮। গোনাহ হল যা অন্তরকে কালো করতে করতে ঈমানের নূর মিঠে যায় অন্তর শক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক গুনাহে কুফুরিতে থাকার যাবার একটি পথ বিদ্যমান আছে।

৪৯। তোমাদের প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকা আবশ্যক কেন নয় তিনি যদি খুশি হয়ে যান আর তামাম দুনিয়া অখুশি থাকে এর কোন মূল্য নাই। তিনি যদি গ্রহণ করে নেন। আর দুনিয়া প্রত্যাখ্যান করে এরও কোন প্রভাব নাই।

৫০। মুসলমানদের ভ্রাত্তিত্বের বন্ধন হল দেহের হাত নাক চুখের ন্যায় যেভাবে এগুলো পরস্পরে ঝগড়াটে হয় না এবং একে অপরকে আপ্রাণ সমর্তন করে যায়।

৫১। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি লাঞ্চনা, বঞ্চনার শিকার হয় আর দরিদ্রতায় পতিত হতে বাধ্য হয়। এই যামানায় অপচয় করে যে সম্পদ ব্যায় করা হয় তার বিনিময়ে অনেক উচ্চ মূল্যে শোধ করতে হয়।

৫২। বিনয়ীতাকে নীচু ও গাম্ভীর্যতাকে অহংকারী বাহ্যিকভাবে মনে হলেও হাকিকাতে তা সম্মানের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনী মিতব্যয়ীতা কৃপণতা নহে।

৫৩। সমাজের মানুষের নীজের প্রতি আকর্ষন তৈরী করতে ইচ্ছা করা যাবে না, তবে কাউকে আকর্ষিত করানো যাবে এতে আনন্দিত হওয়া যাবে না এমনটি হলে ইখলাস নষ্ট হয়ে লোক দেখানোতে রুপান্তরিত হয়ে যাবে।

৫৪। সাহায্য ও সহয়তা মানুষের কাছে চাওয়া যায় না বরং দেওয়া যায়, এমনকি মনে মনে আকাংঙ্খা করে অপেক্ষিত থাকাবস্থায় প্রেক্ষাপটি আচরণে ও চাওয়া যাবে না বরং প্রদান করে সঙ্গে সঙ্গে ভূলে যাওয়ার পন্থায় দেওয়া হবে। নতুবা এখলাসে আক্রমণ করবে।

৫৫। প্রত্যেক দেখতে পাওয়া সুখ আনন্দের মাঝে একটি দুঃখ কষ্টের চিহ্ন থাকে।